সত্যের নানা রূপ

রানা মুখোপাধ্যায়

আজ নিয়ে একমাস। মীরা ভাবছিল সেলাই মেশিনের ওপর চোখ রেখে। বিমলের চাকরিটা চলে যাবার কথাটা এত সত্যি। অথচ ও বিশ্বাসই করতে পারছে না। প্রচন্ড গরম শরীর নিঙড়ে নিচ্ছে। তাদেরতো আর ফ্যান নেই। ছেঁড়া হাতপাখাই ভরসা। আঁচল দিয়ে মুখ-ঘাড় মুছে নিলেও আবার ঘামে ভরে যাচ্ছে। আর পারা যাচ্ছে না। এদিকে বৃষ্টি হলেই তাদের অসুবিধা। এই খোলার ঘরে তখন সাপ বিছের আড্ডা হয়ে যাবে। মীরা সেলাই কল চালাতে আরম্ভ করল। ঘড় ঘড় আওয়াজে ভরে যায় ঘর। ফ্রক সেলাই। কাটা কাপড় দিয়ে যায় মালিক। ফ্রক পিছু দুটাকা। দুটাকায় এখন কিছু হয়। বিমল চাকরি করত সুতো কলে। স্কিলড্ লেবার। হপ্তায় দুশোটাকা মাইনে। একদিন ছুটি। কষ্টেসিস্টে দিন চলে যায়। বাচ্চা কাচ্চাতো এখনও হয়নি। সুতো কলে চাকরি করলেও বিমল কিন্তু পদ্য লেখে--আজগুবি কথা বলে। কথাগুলো এতবড় মনে হয় যে মীরা আগাপাসতলা কিছুই বুঝতে পারেনা। তবে স্বামী যে একজন কেউকেটা একথা সে বোঝে। নাইবা থাকল পয়সা--পয়সা কি সবার থাকে। ওর আটশো আর মীরার দুশো,-- একশ টাকা ঘরভাড়া দিয়ে দিব্যি চলে যায়। ছুটির দিনে নমাসে ছমাসে কৃষ্ণনগরের গঙ্গায় কুড়ি পঁচিশ টাকায় নৌকা চড়া। এই নিয়েই চলছিল। কিন্তু গরিবের কি আর ভালো থাকা ভগবান দেখতে পারে। কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গে লেগে গেল একদিন বিমলের। লোক ছাঁটাই শু হয়েছে। একমাসের মাইনে আগাম দিয়েই বিদায়। বিমল খে দাঁড়ালো। এরকম বেপরোয়া বিমলকে আগে কখনও দেখেনি মীরা। ইউনিয়নের বড় নেতা কল্যাণ বাগ লড়াই'র রাস্তায় যেতে চাইল না। বিমলরা পাল্টা ইউনিয়ন করল। খবরের কাগজের ওপর লেখা পোস্টার পড়ল। 'আচ্ছা-দেখা যাবে"-- কল্যাণ বলেছিল টেবিল বাজিয়ে। এসবই বিমলের কাছে শোনা। তারপর মাস না ঘুরতেই ছাঁটাই। বিমল বলেছিল "লড়ব"। পারে নি। পারবে কি করে? ইউনিয়ন আর মালিক হাত মিলিয়েছিল যে। তবু বিমলের অজান্তেই মীরা ছুটে গিয়েছিল কল্যাণের কাছে। হাতজোড় করে বলেছিল, "দাদা, আমাদের বাঁচান।" "যে মরতে চায় তাকে বাঁচাবো কি করে?" সিগারেট টানতে টানতে কল্যাণ বলেছিল। "আর একটা সুযোগ দিন আমি কথা দিচ্ছি"-- মীরা কেঁদে ফেলেছিল। "আরে বাবা লাইনে এখন অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে"। সাদা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল ইউনিয়ন লিডার। মীরা বাড়িতে এসে বিছানা নিয়েছিল। পুরো দুদিন উঠতে পারেনি। তীব্র গরম আর সেলাই কল-- এই এখন, বিমল এখন হয়ত এই চরম রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারা কলকাতা দাপিয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছে বিমল। পায় নি একটাও কাজ। সব জায়গায়তো ইউনিয়ন আছে না। ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হয়। সেলাই কল থামে। মীরা উঠে গিয়ে লাঠি দিয়ে আটকানো বেড়ার দরজা খোলে বিমল রোদে পোড়া কালো মুখ--জামা ভিজে গেছে ঘামে। 'এসো' --মীরা সরে দাঁড়ায়।

বিমল এসে সেলাইকলের পাশে বিছানার পাশে বসে। বিছানার চাদরটা রঙ উঠে প্রায় বিবর্ণ। জামা খুলে মুখে চেপে ধরে। তারপর বুক, পিঠ, ঘাম মোছে। মীরা এক গ্লাস জল দিলে এক চুমুকে গ্লাস ফিরিয়ে দেয়। একটা বিড়ি ধরায়। বিমলের পরিচিত ভঙ্গি। 'কিছু হল'--মীরা উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করে।

"সে না হওয়ারই মত"--বিমল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে।
"বল না লক্ষ্মীটি"-- মীরা ঘন হয়ে দাঁড়ায়--বিমলের ঘামের গন্ধ পায়।
"একটা প্লাস্টিক কারখানায় কথা হয়েছে"-বিমল মীরার কোমর জড়িয়ে ধরে।
"ভালোইতো, কত দেবে"--মীরা বিমলের চুল নিয়ে খেলা করে।
"আপাতত দুশো পরে বাড়তে পারে, কিন্তু--"
"কিন্তু কী, হেঁয়ালি ছাড়"-- মীরা যেন একটা অবলম্বনের নিশ্চয়তা পেয়েছে।
"ওরা কোনো ছেলে রাখবে না। মেয়েরাই ঐ কারখানায় কাজ করে"
"ভালই তো,--আমার আর সেলাই কল চালাতে ভাল লাগে না"।
"ঠিকই আছে, তবে মালিকটার স্বভাব ভাল নয়-- লোকে--"
"তাহোক তুমি কথা বল, আমি বুঝে নেব"।
"মানে?" -- চেঁচিয়ে ওঠে বিমল"।
"আগে পেট, বুঝলে"-- কেটে কেটে উচ্চারণ করে মীরা।

বিমলের কবিতা--রাজনীতি--লড়াই স্তব্ধ হয়ে যায়। কি তীব্র আত্মবিশ্বাস থেকে চরম সত্যটা বলতে পারল মীরা!

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com